ভোরের কাগজ

০৪ ২০০২

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

ময়মনসিংহে ৩ ছাত্রদল নেতাকে অপহরণ
রাইফেলসহ ধৃত এক ক্যাডার

বাকৃবি শাখা জাসাস গঠন নিয়ে নিজেদের বিরোধের জের

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন ছাত্রদল নেতাকে অস্ত্রের মুখে অপহরণের ঘটনায় সেখানের স্বঘোষিত ছাত্রদল সভাপতি খালিদের দেহরক্ষী থ্রি নট থ্রি রাইফেল ও ৫ রাউন্ড গুলিসহ গ্রেপ্তার হয়েছে। স্থানীয় লোকজন দেহরক্ষী গোলাম সোবহানীকে অস্ত্রসহ আটক করে গণধোলাইয়ের পর পুলিশে সোপর্দ করে গত মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে শহরের মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। এই ঘটনায় অপহৃত ছাত্রদল নেতা দিদার, ছাত্রদল সভাপতি খালিদসহ ৯ জন ক্যাডার ছাড়াও অস্ত্র আইনে ধৃত গোলাম সোবহানীর বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় পৃথক দুটি মামলা দায়ের করেছে।

জাসাস কেন্দ্রীয় কমিটি সম্প্রতি বিএনপির ছাত্র সংগঠনের বাকৃবি শাখার এজিএস আশরাফুল আলম জিমিকে সভাপতি ও খন্দকার মোঃ কাউসার মুন্নাকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্যবিশিষ্ট বাকবি শাখা কমিটির অনুমোদন দেয়। জাসাসের (জাতীয়তাবাদী সমাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা) নতুন কমিটি ছাত্রদলের স্বঘোষিত সভাপতি খালিদকে পাশ কাটিয়ে করায় এতে খালিদ ক্ষুব্ধ হয়ে গত সোমবার রাত ১২টার দিকে তার ক্যাডার বাহিনী দিয়ে নতুন কমিটির সভাপতি জিমি ও সাধারণ সম্পাদক মুন্নাকে আশরাফুল হক হলের তার ২৩৮ নম্বর কক্ষে অস্ত্রের মুখে আটক করে শারীরিক নির্যাতন চালায়। নির্যাতনের মুখে তারা তাদের নতুন কমিটি অনুমোদনের ক্ষেত্রে অপর ছাত্রদলের সহসভাপতি ও কেন্দ্রীয় জাসাস নেতা শফিউল আলম দিদারের ভূমিকা থাকার কথা খালিদকে জানায়। এই তথ্যের ভিত্তিতে খালিদ তার বাহিনী দিয়ে রাত ১টার দিকে দিদারকে ঈশাখাঁ হলের সামনে থেকে অপহরণ করে ফজলুল হক হলের তৃতীয় তলায় একটি কক্ষে আটক করে নির্যাতন চালায়। এভাবে আটক থাকার পর দিদার পরদিন মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে রুমের ভেন্টিলেটর ভেঙে ফেলে কোনোক্রমে তিনতলা থেকে নিচ তলায় নেমে বিকল্প পথে পালিয়ে শহরের মাসকান্দার বাসস্ট্যান্ডের একটি ফোনের দোকানে আসে। এদিকে দিদার পালিয়ে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে খালিদ তার ক্যাডার বাহিনীদের গ্রুপ করে বিভিন্ন পয়েন্টে পাঠিয়ে দেয়।

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

ময়মনসিংহে ৩ ছাত্রদল নেতাকে অপহরণ

● শেষের পাতার পর

খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে খালিদের দেহরক্ষী হিসেবে পরিচিত ছাত্রদলের বহিরাগত নেতা গোলাম সোবহানী ও অপর ছাত্রদল নেতা লতিফ সশস্ত্র অবস্থায় মোটরসাইকেল নিয়ে মাসকান্দায় ঐ ফোনের দোকানে হানা দিয়ে দিদারকে অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালায়। এ সময় দিদারের আর্তচিৎকারে স্থানীয় জনতা চারদিক থেকে অপহরণকারীদের ঘিরে ফেলে এবং থ্রি নট থ্রি রাইফেল ও ৫ রাউন্ড গুলি ভর্তি ম্যাগজিনসহ গোলাম সোবহানীকে আটক করে গণধোলাইয়ের পর পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। অবশ্য অপর অহরণকারী ছাত্রদল নেতা লতিফ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

অপরদিকে খালিদ তার দেহরক্ষী অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার এবং অপহৃত দিদার পুলিশের কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বলায় অবস্থা বেগতিক বুঝে গত মঙ্গলবার গভীর রাতে অপহৃত জিমি ও মুন্নাকে ছেড়ে দেয়। বর্তমানে জিমি ও মুন্না ডিসির তত্ত্বাবধানে রয়েছে বলে সূত্রে জানা গেছে।

অন্যদিকে এসব অপহরণ ঘটনায় দিদার বাদী হয়ে ঐ রাতেই ছাত্রদল সভাপতি খালিদসহ আরো ৯ জন ক্যাডারসহ অস্ত্র মামলায় তার দেহরক্ষী গোলাম সোবহানীকে আসামি করে কোতোয়ালি থানায় পৃথক দুটি মামলা দায়ের করেছেন। ঘটনাটি ক্যাম্পাসে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।